DEC. 05 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে দুর্নীতির ফলে শিশুরা পড়ার বই পাচ্ছে না ॥ বিশ্বব্যাংক

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বিশ্বব্যাংক শিক্ষা খাতে বিরাজমান ব্যাপক দুর্নীতি ও সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের তাগিদ দিয়ে বলেছে, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে দুর্নীতির কারণে কোমলমতি শিশুরা পাঠ্যপুস্তক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দলীয় রাজনীতির প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বার বার অশান্ত হয়ে উঠছে। শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়া বিশ্বব্যাংকের একটি নীতি নির্ধারণী প্রস্তাবনা বা প্রেসক্রিপশনে দেশের শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য এ তাগিদ দেয়া হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বিশ্বব্যাংকের তরফ থেকে পৃথক পৃথকভাবে ১৯ মন্ত্রণালয়ের জন্য আগামীতে করণীয় সম্পর্কে এ ধরনের প্রেসক্রিপশন দেয়া হয়েছে। এই প্রেসক্রিপশনের আলোকেই পরে গত মাসে বাংলাদেশে সফরে এসে বিশ্বব্যাংকের সাউথ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিইকো নিশিমিজু ব্যাপক ভিত্তিক সংস্কারের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে কার্যকর সুশাসন নিশ্চিত করতে না পারলে দাতাগোষ্ঠী বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন। আগামী বছরের এপ্রিলে অনুষ্ঠেয় দাতা দেশ ও সংস্থার বার্ষিক সভার আগেই এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখানোর জন্য তিনি সময়ও বেঁধে দেন।

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে (প্রথম পাতার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রণীত বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবে শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস-সংঘর্ষ একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির প্রভাবও ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান। বিশ্বব্যাংক রিপোর্টে শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতির বিষয়টিও এসেছে। এ প্রসঙ্গে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এখনও যে অনাসৃষ্টি ও অনভিপ্রেত কাণ্ডকারখানা চলছে তাঁর কথা উল্লেখ করে বলা হয়, এর ফলে কোমলমতি শিশুরা শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পাঠ্যপুস্তক পাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, গত বছর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে লেজে গোবরে অবস্থার সৃষ্টি হয়। এবারে ব্যাপক ঢাকঢোল পিটানো হলেও জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সব পাঠ্যপুস্তক যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি বই ছাপার জন্য এখনও পর্যন্ত বরাদ্দপত্রই দেয়া হয়নি। এ ধরনের বইয়ের সংখ্যা প্রায় দু'কোটি। আগের বরাদ্দ পাওয়া বইগুলো ছাপতেই প্রেসগুলো যেখানে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে এই দু'কোটি বই আগামী তিন সপ্তাহে কিভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হবে তা মোটেই স্পষ্ট নয়।

বিশ্বব্যাংক রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব অনিয়ম দুর্নীতি আছে তাও দূর করার পরামর্শ দেয়া হয়। একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির তাগিদ দেয়া হয়।